চিত্ত-প্রদীপ

সরলা বসু রায়

অতি-আধুনিক সাহিত্যভবন
৬-১বি, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা

অতি-আধুনিক সাহিত্য-ভবন
হ'তে 'চিত্ত-প্রদীপ' কবিতার
বই খানা কালিদাস মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে।

১০, মদন গোপাল লেনের
এইচ, এম, প্রেস হ'তে
চন্দ্রমাধব বিশ্বাস কর্তৃক
'চিত্ত-প্রদীপ' মুদ্রিত হয়েছে।

বার আনা

চিত্ত-প্রদীপ
কলিকাতা ও মফঃস্বলের
সব বড় দোকানে
পাওয়া যায়।

উৎসর্গ

চিত্তের ঘুম যেই
বিত্তয় চায়।
"চিত্ত-প্রদীপ" সেই
"সুন্দর" পায়।

চিত্ত-প্রদীপ

প্রথম সংস্করণ
শ্রাবণ, ১৩৪৮

গ্রন্থকারের নিবেদন—

আজকাল কবিতার বই প্রকাশ করা রীতিমত দুঃসাহসের কাজ। কবিতার আদর সাধারণের মধ্যে নাই বলিলেই হয় এবং সেই কারণে সাধারণ পাঠাগারে কাব্য গ্রন্থের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এ বিষয়ে নিজ অভিজ্ঞতার কথাই লিখিতেছি। নামকরা কবিদের কবিতার বইও লাইব্রেরীতে চাহিয়া পাওয়া যায় না; "পাঠকেরা উহা পছন্দ করেন না, সেজন্য কবিতার বই লওয়া হয় না" এই কথা শুনিতে হয়। এরূপ অবস্থায় শ্রীযুত কালিদাস মুখোপাধ্যায় আমার কাব্য গ্রন্থ প্রকাশে আমায় উৎসাহিত করিয়াছেন; এজন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

চিত্ত-প্রদীপ

চিত্ত-প্রদীপ

চিত্ত-প্রদীপ জ্বালি নিত্য আরতি তব,
বিত্ত দাও ঢালি অনুভূতি নব নব।
গীতি যাঁর নিতি ছুঁয়ে চরণ-কমল,
পরম পুলকে মেলে মরমের দল।
শরতের সোনা সবে ভরি দেয় বুক,
পরতে পরতে কার অপরূপ রূপ।
ফাল্গুনের মিতা সে-যে বরষার বঁধু,
আগুনের আখরেতে যাঁর নাম শুধু।
সারাটী ভুবন ঘিরে নাচি নাচি ফিরে,
"আমারে পাইবে বঁধু নয়নের নীরে"।
রোদন-সায়র কূলে বিছায়ে শয়ন,
বোধন আরতি তাই করি অনুখণ।
ভরি দাও হৃদি তুমি নব নব রূপে,
মিলনের মধু ঝরে দিকে দিকে দিকে॥

সেই

মন ওরে বোঝ, কবি তো নোস্? কবির ঘরে বাস করা,
কবির ঘরের ছবির পরে ভুল্লিরে মন নাশকরা।
ঝুল্লি রে মন নেশার দোলায় মেশার ভেলায় রে,
তুলকি চালের ছন্দে সে কার মন্দ ভোলায় রে।
মন ওরে মন ব্যারিদ বরণ ছবির মানুষ চেন,
সন্ধ্যা সকাল নন্দদুলাল গন্ধ বুলায় কেন?
দায় কোথা তোর কবি তো মোর যজ্ঞসেনার জাত,
উদয় পথে ঝরবে মাণিক সকাল দুপুর রাত।
যায় যাবে যাক মনের সে ভাত বানের জলে ভেসে,
সন্ধ্যা সকাল থাকবি মাতাল জাতার কলেও হেসে।
মন ওরে শোন্ আজগুবী কোন্ যাদুকরের ন্যায়,
ধনকুবেরের বাজি ভোরের ভেল্‌কি লেগে যায়।
শোন্ নারে তুই হাজার তারার মাঝের মণির হাসি,
গোন্ নারে আজ মজার রাজার সাঁঝের বাতির রাশি।
দায় কিছু নেই মন ওরে "সেই" সেই তো সবের মালিক,
যায় যাবে "সেই" মধ্যেতে তুই বাঁচবি খানিক খানিক।
ভয় কিরে তোরে আগু পাছু হোক্ না যতই উঁচু নীচু,
জয় করে যে আসবে কাছে ভাবনা করুক সেই যা কিছু॥

সাফল্য

আজ নূপুরের নতুন সুরে করবেনা কি আসর মাত,
রাত দুপুরের গোপনপুরে ধরলে যেমন আমার হাত ?
নাচনা বোনা বাজনা শোনা নাম না জানা আকুল ডাক,
কাজনা জানা থাকনা নানা থাকের পরে ভরাও থাক।
গলাও তোমার নতুন সুরের শক্তিপুরের আসর খান,
সরাও তোমার মানসমুরের মুক্তি পথের পাথর খান।
জপাও জপাও তোমায় ভজার ভক্তি জলের গজল গান,
বাজাও বাজাও তোমার রাজার শাসন বোধের কম্পবান।
নাচাও মজার খুসীর দোলায় মজলিশের ঐ মাঝখানে,
তোমার মনের রঙীন্ ফানুস শতেক রংয়ের নাচ জানে।
ভোমরা যখন গুণ গুণিয়ে পদ্মলতার মধুর লোভে,
নোঙর তুলে তেপান্তরের বনের পথেই ছুটল ঝোঁকে।
সেই ছোটনের ঝোঁটনেতে লোটন পায়ের পড়ল ছাপ,
ছুটিয়ে দেলো মনের আলো লক্ষ ভাষার ঢালছি 'মাপ'
আসর গেলো আসর গেলো বাসর-জাগা মধুর রাত,
গোধূলির এই লগ্ন মাগে ধরতে সে কোন্ বধূর হাত ;
মনের পাতায় জনের মাথায় আজ দুপুরে ঠেকাঠেকি,
প্রাণের খাতায় মনের কথায় স্বপ্ন বোনার লেখালেখি।
জাগলো লগন এই শুভখণ শুভ রাতের দেখাদেখি,
মিষ্টি ঝরুক দৃষ্টি পথে, আসল এ ধন নয়তো মেকী॥

আশা-পথে

ওগো আমার প্রতিক্ষণের আশা পথের চাওয়া।
আসবে কবে? মিটিয়ে আমার সকল চাওয়া পাওয়া!
প্রতিদিনের সকল কাজে তোমার চরণ-নূপুর বাজে.
তোমার আমার মিলন নিকট ভাবতে পরাণ নাচে,
আসবে কবে আমার কাছে?
(ওগো) সত্যিকারের বন্ধু আমার করবেনা তো হেলা,
ডাক দাওগো ছুটি আমি ভেঙ্গে মিছার খেলা
কবে, ওগো আর কতদিন থাকবে ভুলে তুমি?
শ্রান্ত আমার ক্লান্ত হিয়া (কবে) পড়বে ঢুলে ঘুমি,
ওগো তোমার চরণ চুমি।
তুমি দাওগো দেখা মরম-সখা কত দিন আর বাকি?
পরাণ যে মোর প্রতিক্ষণেই উঠছে তোমায় ডাকি।
সকল দুঃখ সুখের ব্যথা তোমার কোলে লুটিয়ে মাথা,
কবে হর্ষ ভরে গাইব ধীরে আমার জীবন-গাথা,
তোমার পায়ে লুটিয়ে মাথা।
সত্যি তোমায় বলছি জেনো যাত্রা করেই বসে আছি,
সব কিছু কাজ শেষ করিয়ে যাত্রা করার সাজ পরেছি।
তবে কেন দেরি আবার ঘনিয়ে আসে নিবিড় আঁধার,
নাচুক মরণ রক্ত-চরণ আমার চারি পাশে,
বসে আছি তোমার আশে॥

যখন

তোমার চরণ-ধ্বনি যখন বাজে আমার কানে,
স্বর্গ মর্ত ভরিয়া যায় গানে গানে গানে।
সব পরমাণু নাচে "এসেছে সে এসেছে সে"
করবো কি-যে পাই না খুঁজে তোমার আসার টানে
যখন তোমার চরণধ্বনি বাজে আমার কাণে ॥

তোমার টানে সৃষ্টি আনে বৃষ্টি ধারার রোখ,
তোমার গানে ভরায় প্রাণে ব্যাকুলতা যোগ।
লুকিয়ে থেকে নাও যে ডেকে তোমার কাছে,
আমার 'আমি' লয় হয়ে যায় তোমার মাঝে।
তোমার চরণ-ধ্বনি যখন বাজে আমার কাণে ॥

ওগো! তোমার আসার আশায় আশায়
ক্ষণ গনি-যে দিন কেটে যায়।
আর তোমার ভালবাসা আমার
ভাসায় সকল টানে।
তোমার চরণধ্বনি যখন বাজে আমার কাণে ॥

পরশ-মাখা সরস নেশায় সকল ব্যথা ভোলে,
তোমার আসার সময় হল, সময় হল বলে—
তোমার চরণ-ধ্বনি যখন বাজে আমার কাণে।
তুমি গোপন-দানে ভরাও প্রাণে সকল চাওয়া,
ও সে প্রিয়কায়া পরশ-পাওয়া দক্ষিণ হাওয়া।

যখন তোমার বিদায়-বাঁশী "আসি ওগো আসি"
মন্দ মধুর গন্ধ ধারায় ছন্দে বেড়ায় ভাসি।
তখন আমার 'আমি' লুটায় পথেই ভাঙি,
জীয়ন কাটি রয় যে শুধু "আগমনী" গানে।
যখন তোমার চরণ ধ্বনি বাজে আমার কাণে

ভাবের ঘরে খুন

মুখ ফিরালে কেন আমার টুক্ সুখেরই মুখ দেখা।
বুক জুড়ানো দুখ ভুলানো সব সুখের ঐ শেষ রেখা॥
শতেক আশার ফুলঝুরিতে একটী আশার কণা।
তিলেক টুকুন দিতেও তোমার এতই কৃপণপণা?
না হয় হল-ই কলা ষোল-ই না' হয় হল-ই টুক্,
এই অবেলায় না হয় মালায় ভরিয়ে দেওয়া বুক॥
না' হয় আমার ছেলেখেলার নেইকো কিছুই মানে।
তাই বলে কি ভেস্তে দেবে ভোল ফেরানো গানে?
গাইতে বসে নীরবতা চাইতে বসেও চুপ।
তাইতে আজি বন্ধ হল বুক দেখানো মুখ?
টুক্ সুখেরি ডুব-সায়রে মন যে আজি উন্মনা।
আজকে তোমার কৃপণতা শুনবো না গো শুনবো না।
কেইবা তোমার চেয়ে ছিল হঠাৎ দেওয়া চুম্?
তাই না আমায় করলো আজি ভাবের ঘরে খুন॥

স্বপন

স্বপন ওগো, বপন করো কোন অজানার গুণ্‌পনা ?
যখন যেমন কইলে কথা মনকে করে তুল্‌ধোনা ॥
বন্‌কে কর নগর তুমি নগর কর বীজবোনা।
জন্‌কে কর মুঠায়-ধরা "ভুলবো না গো ভুলবো না ॥
স্বপন আমার স্বপন ওগো কোন্ মায়াবীর মন-বোনা ?

ঘুম ভাঙিয়ে দাও নামিয়ে স্বর্গ হতে পাতালপথ।
গুণ গুণিয়ে কাঁদতে দিয়েই কল্পলোকের পাঠাও রথ।
ওগো ধন্য-করা যাদুকরের বন্দী করার ফন্দী কত।
সন্ধি করার মায়াজালের গন্ধ গানে মাতায় শত ॥
স্বপন পারের বন্ধু ওগো, ছল শিখেছ কোথায় এত ?

স্বপন ওগো স্বপন আমার তোমার দয়ায় বাঁচি।
যখন যেমন তখন তেমন কইছ কানে নাকি ॥
জনম মরণ এপার ওপার মাঝেতে গাও "আজি"
ওগো স্বর্গ লোকেও তোমায় খুঁজি মর্ত লোকেও যাচি।
মরণ বাঁচন খেলায় মোদের হও যে কানামাছি ॥

স্বপন ওগো, সোনার স্বপন প্রাণের গোপন সুখ।
ওগো তোমায় পেলে যাই যে ভুলে তীব্র দহন দুখ।
স্বপন-ভাঙা জীবন যেন রতন-হারা শুষ্ক মুখ।
বপন করে আশার আলো স্বপন পারের মায়ালোক।
পরশ তোমার হরষ মাখা সর্ব সুখে ভরায় বুক ॥

শ্রীপঞ্চমী

শ্রীপঞ্চমী দিনে কার চিহ্নের চিন্তার,
দিন যায় কই হায় আসলো ?
বীণ্ যাঁর বিদ্যার ভিন্ধার চিন্বার
ক্ষীণ্ হাসি কই তাঁর ভাসলো ?
সাজলো নবনীপ মঞ্জর মঞ্জরী,
বাজলো বেণুরবে উচ্ছল আশাবরী
মুর্চ্ছ্‌ল মন-মধুকর !
কোন্ জন্ আস্বার উচ্ছাসে বার বার
নিঃশ্বাস কাঁপে থর থর ।
আজকে কি আসবে বাগ্‌দেবী বাক্যে
বিদ্যায় বিত্তয় হাসতে ?
অজ্ঞান্ আন্ধারে খুরধার খড়্গে
মজ্জায় মজ্জায় নাশতে ।
সজ্জার সার যাঁর বাসন্তী রংদার
সংসার চায় সদা পদ-নখ-কণা তাঁর ;
শত কোটী মহিমায় বন্দে
পদে পদে যাঁর কৃপা কণা চায় ভক্তে
ছন্দের রূপ রস গন্ধে ।
প্রার্থনা শ্রীচরণে ব্যর্থতা এ জীবনে
আজ যেন শেষ হয়ে যায় ।
ছন্দের নাচে হোক নন্দন মধুলোক
চন্দ্রের জ্যোৎস্নার প্রায় ।

মানবো না মাগো আর বক্ষের দুঃখ,
গান-বোনা দান যদি দাও মোরে মুখ্য।
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রণাম।
বক্ষ পাতি মাগো চরণের তলে
ক্ষণতরে হয়ো না বাম ॥
জননী গো, এ জগতে আজি তব অর্চনা
বরণীয় সন্তান পূজছে।
ঝরছে শত শত বরষার ধার মত
হর্ষের হাসি গান উপছে।
ও চরণ দর্শন স্পর্শনে ধন্যা
হতে চায় মাগো তোর নগন্যা কন্যা
আশীষের অনুকণা চায়।
আসিবে মা ক্ষণে ক্ষণে মরমের মধু-বনে
অভিনব অনুভব ছায় ॥

রবীন্দ্র-বন্দনা

নিতি নিতি তব নব নব দানে,
 পূর্ণ যদিও প্রাণ।
তথাপি হে কবি ! বন্দিতে তোমা
 সঙ্কোচে ম্রিয়মান ॥
কতনা অযুত ভকত তোমায়
 কত অভিনব ছন্দে।
নিত্য নিয়ত বন্দনা গাহে
 নিখিলে পরমানন্দে ॥
কি আছে আমার বিশ্বকবিরে
 দিয়ে অন্তর দৃষ্টি।
মহিমা তাঁহার প্রকাশিবো
 করি নূতন কাব্য সৃষ্টি ॥
আমি নগন্যা তৃণাদপি তৃণা
 শ্রদ্ধা ভক্তি অর্ঘে।
তোমার চরণে অঞ্জলি দিতে
 প্রেরণার সুখ গর্বে।
হৃদি শতদল পুলকি ঝরিল
 যে দু'টী পাপড়ি পাতা।
চিরঋণী জন ধন্য হইল
 তাই দিয়ে সাজি দাতা ॥

চিত্ত-প্রদীপ

ওগো সুন্দর পূজারী !
যুগে যুগে দিবে বিজয় মাল্য
যে পথেতে যাও তু'ধারি ॥
দীন বাঙলার গৌরব-রবি
ক্ষীণ বাঙ্গালীর উৎস।
ক্ষণেকেরও তরে দাও ভুলাইয়ে
মোরা যে কতই নিঃস্ব ॥
কল্প-লোকের স্বর্গ ছায়ায়
কত শত হত ভাগ্য কায়ায়
আবরিত করি বাঁচায়েছে তব
অনুপম সুর সৃষ্টি।
"তোমারি তুলনা তুমি" কর তাই
নিতি নব সুধা বৃষ্টি ॥
তোমার কিরণে সবুজ জীবনে
রামধনু লীলা খেলে।
যে ভাবে যখন সাথী খোঁজে মন
সে ভাবে তোমায় মেলে ॥
ওগো শিশু ভোলানাথ !
অভূতপূর্ব সুবাসে তোমার
জগত করেছ মাত ॥
থাক সবুজের চোখে চিরবিস্ময়
চির রহস্যময়।
দীন বাঙ্গলার মণিকোঠা ভরি
গৌরব-খনি জয় ॥

চিত্ত-প্রদীপ

তোমাকে পাইয়া ধন্য বঙ্গ
ওগো বাঙ্গালীর গর্ব।
তোমার কীর্ত্তি-ময়ুখ মালায়
ঝল্‌কিত দিক্‌ সর্ব ॥
কভু শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ প্রেম দিয়া
রচেছ মন্দাকিনী।
কভু অশ্রু কণার ঢেউ খেলে পুনঃ
খণে খণে ছিনিমিনি।
ওগো ও খেয়ালী ভরায়েছ ঝুলি
হাস্য বিলাপ দ্বন্দ্বে।
মুর্চ্ছনা ঘায় আছ রাঙা পায়
মিশাইয়া নব ছন্দে ॥
নব নব রূপে নব নব ভাবে
নিত্য দিতেছ ধরা।
স্বর্গ সভার শ্রেষ্ঠ কবি হে
মর্ত্ত্যে মনোহরা।
দীন ধরাতল কিবা পারে বল
রাখিতে স্বরগ মান ॥
অকৃতী অধম ভকতের লহ
শ্রদ্ধা অর্ঘ্য দান ॥

মরম-মঞ্জু-মধু-বনে

এবা কোন্ মধুবন্,
মশ্‌গুল হর্ষে।
দিন্ ভোর মন্ পর
কোন্ মধু বর্ষে ?
বনের বিহঙ্গ
করে নানা রঙ্গ
গায় গান সঙ্গে।
বিলকুল মন্দ
সেও মধু গন্ধ
দিলখুস্ অঙ্গে ॥

মন 'পর মধুকর,
নর্ত্তন ছন্দে।
গুণ গুণ ধরে সুর
বর্ণে ও গন্ধে ॥
রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু
মুকুলিত মন তনু
কোন্ মায়া মন্ত্রে !
পাপিয়া বা বুল্‌বুল্,
মন যেন চুলবুল,
সুর খেলা যন্ত্রে ॥

চিত্ত-প্রদীপ

থাক্ থাক্ উহু আহা
কাল যাহা হবে তাহা
আজ নাহি ভাব্‌লে
একটী এ মধুনিশা
হারাওনা তার দিশা
এ' না হয় যাপ্‌লে ॥
আজকের চাঁদ একি
কালকেও থাকবে ?
হয়তো গো অমানিশা
রাহু সম গ্রাস্‌বে ॥
হয়তো তুমিই ওগো
কাল যাবে ফুরায়ে।
রম্ রম্ চম্ চম্
একেবারে জুড়ায়ে ॥
আজকের কাজ যে,
মন টেনে ডাকছে,
আন্‌মনা রাখ।
সন্ধ্যায় ও সকালে
গান দিয়ে ভরালে
দূরে যাবে পাপ্ ॥
গান, শুধু গান-গান
নাই থাক যশ মান
নাই থাক অর্থ।
নাই থাক ধরিবার

তৃণ সম কিছু তার
তবু নহে ব্যর্থ ॥
তবুও তবুও ওগো
হ'লেও নগন্য।
আজিকার মধু লুটি
হয়ে যাও ধন্য ॥

সীতার পাতাল প্রবেশ

সজলকালো আঁখি সরমভীতা,
কোথা চলিয়াছ আজি জনক-সুতা?
যে দিয়াছে শত ব্যথা শত অপমান,
তারি পদে শ্রদ্ধানত করিতে প্রণাম?
তারি নামে তারি ধ্যানে দিবানিশি ভোর
জীবনে মরণে সেই তব চিত-চোর।
দিবানিশি বারিভরা ছল ছল চোখ,
পুঞ্জীভূত মরি মরি বিশ্বের আলোক।
আঁখি 'পরে আঁখি রাখি নির্নিমেষ হীন
মৌন আরতি গাহে ধীরে হৃদি-বীণ্।
"জন্মে জন্মে রঘুনাথ হয়ো মোর স্বামী,
আর যেন নাহি কাঁদি দীর্ঘ দিবাযামী।

শত পরীক্ষায় আমি টলিবনা কভু,
জন্মে জন্মে রাম যেন হয় মোর প্রভু।”
অয়ি নারি, শিরোমণি ত্রিদিব-বন্দিতা !
আজি এই আবাহন কিসের জানো তা ?
আজি তব প্রিয়তম দিবে শ্রেষ্ঠ বর,
জগতে সীতার নাম অক্ষয় অমর।
যুগে যুগে পূজিবে যে সবে সীতা সতী,
ঘরে ঘরে হবে তবে মঙ্গল আরতি।
যুগে যুগে জনমিয়া প্রিয়তম তরে,
সহিয়াছ শত ব্যথা বারে বারে বারে।
মিলনের ক্ষণ আসে বিরহের পরে,
জন্মে জন্মে যুগে যুগে প্রিয়-হারা করে।
এস এস ধীরে ধীরে রাঘব-বাঞ্ছিতা,
স্বরগের মহিয়সী মরতের গীতা !
যুগের গৌরব-গাথা দুখের সান্ত্বনা,
রমণী জাতির গর্ব সিদ্ধির সাধনা।
আজি তব জীবনের নহে তো দুর্দিন,
নয়নে নয়ন রাখি হৃদয়ে বিলীন।
তোমার প্রেমের দানে পূর্ণ পতিপ্রাণ,
লহ লহ সুচিস্মিতা আমার প্রণাম ॥

ফিরিয়ে থেকো মুখ

তুমি আমায় ভালবেসে ফিরিয়ে থেকো মুখ,
দিও আমায় তোমার দেওয়া মধুরতম দুখ।
নিত্য নূতন ব্যথার ঘায়ে
লুটিয়ে ফেলো তোমার পা'য়ে,
জুগিয়ে দেও পরের পরে তোমার ব্যথার দান ;
তোমার দানের বোঝায় আমার সফল কর প্রাণ।

ভেঙ্গেই যদি পড়তে চাহে তোমার কঠিন বুক,
মন যদি চায় ক্ষণেক আমায় দিতে তিলেক সুখ,
তবু তবু হে মোর প্রভু!
চাইনা আমি চাইনা কভু,
দ্বিধায় ভরা বিচার-করা ছটাক খানেক দান।
দুখের পরে দুখের ছায়েই রেখো আমার মান॥

তুমি আমায় ভালবেসো মনের গোপন কোণে।
চাইনা তোমার ওজন-করা মন-ভুলান ধনে॥
চাই গো শুধু "মনে রাখা"
পাড়ির দিনে না হই একা,
পারের সাথী ব্যথার ব্যথী সেদিন তোমায় চাই।
মনের কথা আজকে তোমায় জানিয়ে রাখি তাই॥

ওগো তুমি আমায় ভালবেসো না-বাসারই ভানে।
এসো যেয়ো শতেক ছলে না থাক যাহার মানে ॥
বাঁ হাত তোমার জানতে না'রে,
ডান হাতে ধন দাও কাহারে,
নবীন রূপে দুখের সুখে দিলেই যখন ধরা।
রঙিন্ ব্যথার রঙে আমার সফল কোরো মরা ॥

মনচোর

মরম-শ্রবণে পশিয়াছে বাণী
মরম-আঁখিতে রূপ।
অন্তরে তব লভেছি পরশ
মৃদু সুগন্ধ ধূপ।
ওগো আর বল কিবা চাই ?
তোমার অমল প্রেমের বিভায়,
আলোকিত সব ঠাঁই ॥
প্রভু কে বলে গো তুমি নাই ?
মদনমোহন রূপেতে আমার
ভরিলে সকল ঠাঁই
অমৃত পরশে ধন্য হয়েছি
বিফলতা কিছু নাই।

ধেয়ানের শেষে নিতি নববেশে
আসগো আঁখিতে তাই ॥
ওগো আজি এ' ভিক্ষা চাই,
ক্ষণেকেরও তরে মোহমায়া ঘোরে,
তোমারে না ভুলে যাই ॥
তব নাম স্মরি প্রেমময় হরি,
নিতি আঁখি জলে ভাসি।
জনমে জনমে মনের মুকুরে
দেখা দিও ভালবাসি ॥
রুণু রুণু তব নূপুরের ধ্বনি
"রাধা রাধা" বেণু গান।
আমার আমারে যুগে যুগে যেন
ভেঙ্গে করে খান্ খান্ খান্
থাকি নামের নেশায় ভোর,
(ওগো) যুগে যুগে আর জনমে জনমে
হয়ো মম মনচোর ॥

সুন্দর

"সুন্দর" নামে সেই বন্ধুর মনপুর,
দিন ভোর হানা দেই ঘুর, ঘুর, ঘুর, ঘুর।
মস্তর র'চি সদা দম্ দেওয়া পেশা যার,
মন্তর গানে নাকি নেমে আসে বার বার।
ধন্দর অবসান ছন্দর নাচ গান,
যার খুস্ খেয়ালেতে করে সদা আন্‌চান্।
ওগো মন্দ যে নহে তার গন্ধ-বরণ রূপ,
জানি, তবু ক্ষণে ক্ষণে মন-সরে দেই ডুব্।
মতলব, শুনি নাকি পাষাণেতে গাড়া দেহ,
ঢালি শত হাসা কাঁদা গলাতে পারে না কেহ।
মালিক সবার সেই "সুন্দর" অনুপম,
তার মন 'পরে দাবি কতটুকু আছে মম ?
যাকে চাওয়া যাকে পাওয়া তুলনা বিহীন,
তার পদে মোর হৃদি হয়েছে কি লীন ?
তার হৃদি-কোণে মোর লেখা আছে নাম,
প্রতিটি পলকে ঢালি যাহাকে প্রণাম !
(ওগো) "সুন্দর" নামে সেই গুণধরে মন চায়,
পলকে পলকে প্রাণ লুটায়ে পড়ে যে পায়।
গুণ যার কানে কানে মধুধারা বর্ষণ,
তূণ যার চুপে চুপে মন-মাটি কর্ষণ।
প্রাণ যার নাম সুখে অবশ নিঝুম,
চেতনা বিহীন, আনে মরণের ঘুম ॥

ধরলে যখন আমার হাত

আপনি এসে ধরলে হাত
এবার আমায় কে আর হারায়
দিনকে দেব করেই রাত
বিষাদ ভয়ের জন্ম যে হায় !
বিনাশ লয়ের কারখানায়
বিশাল মরুর ঈশান কোণে
তাহার রূপের রং ঘনায়।
কবর ভেঙ্গে আটখানা,
ধূ ধূ মরুর নিরস তরুর
বিরস-ভরা মাটখানা ॥

এবার আমি তুচ্ছ গণি
আন্‌তে ফণীর মাথার মণি
সকল ভালো করব মাত।
ধরলে যখন আমার হাত ॥
ভিড়বে তরী মানে মানে
ভরিয়ে বোঝা তোমার দানে,
ফিরবে ঘরে ঘর ছাড়া ঐ,
মনমরা ঐ মনের টানে।
ভুললে যখন তাহার গানে ॥

চিত্ত-প্রদীপ

ধরলে যখন আমারে হাত।
করলে খেয়াল মেঘের দেওয়াল
তোমার সাথে আমার সাথ।
দাম বাড়ালো আবছা আড়াল
বাসছ ভালো ভাললাগা।
ক্ষণে ক্ষণে আসছ মনে,
মেঘের রথে ছড়িয়ে আভা।
এবার আমায় আর কে পায়,
তুলব পাহাড় আকাশ-গায়।
তুলব মেঘের রং দোলায়॥

তোমার হাতে মিললো হাত।
সন্ধ্যা সকাল তোমার খেয়াল
রাখছ যখন করেই মাত।
এবার আমায় আর কে পায়;
প্রসাদ ভেঙে গড়ব কুটীর,
আমার মুঠির জোর তলায়।
আশার শেষে ধরব ক'শে,
বসব হেসে খুস্ খানায়।
বিরাট তরুর মগ-ডালে ঐ,
আমার খুসীর দোল্‌নাটায়॥

শক্তিমানের শক্তি যে আজ
ভক্তজনের ভরায় দেহ ।
ঠকতে হবে আজকে তাকে,
সহজ ভেবে ছললে কেহ ।
আজ-যে সুখের ষোল কলা,
দুলছে দুখের গোড়ে মালা ।
আজকে তোমার তিন ভুবনে'
জয় করিলাল তোমার সাথ ।
এবার আমায় কে আর হারায়,
দিনকে দেব করেই রাত ॥

পরশমণি

কৃতজ্ঞতার ভারে
তোমার পায়ে লুটিয়ে মাথা
পড়ছে বারে বারে ।
অবসাদের অবশেতে,
গিয়েছিলাম যখন মেতে,
কোথা হ'তে বাড়ায়ে হাত,
দিলে আমায় ছুঁয়ে ?
ওগো যখন আমি চলতে পথে
পড়েছিলাম শুয়ে ।

যখন আমি হাল ছেড়েছি,
চোখ বুজেছি মেনে।
বাঁচতে আমি চাইনা, নাগো
তোমার বজ্র হেনে॥
তখন ওগো পরশমণি
ধন্য গণি ধন্য গণি,
আপনা হ'তে বাড়ায়ে হাত
তুললে আমায় ধরে।
তোমায় আমি পেলুম প্রভু—
আমারে আপন ঘরে
দেখতে আমি পেলুম তোমার
অভয় চরণ দু'টী।
তোমার বাণী তোমার পাণি
নিলাম সকল লুটি॥
সব হারালে তোমায় মেলে
বুঝিয়ে দিলে আজ।
ত্রিভুবনে পড়ল ছেয়ে
তোমার বাণী-নাচ॥

তাজমহল

অয়ি পতি-সোহাগিনি সতী মমতাজ !
কী মন্ত্রেতে বেঁধেছিলে জগতের রাজ ?
কোন্ বীণে বাঁধি তান গেয়েছিলে গান,
যে দান তোমারে দিল এই মহাদান ?
জগতের রাণী সে তো পরিচয় নয়,
পতির মানস-রাণি, এই তব জয়।
তোমাদের দোঁহাকার প্রেম ইতিহাসে
যুগে যুগে প্রেমিকেরা যাবে ভালবেসে।
বিস্মিত শ্রদ্ধায় রবে তব পানে চেয়ে,
জগতের স্বজাতের বিজাতের মেয়ে।
স্বামী তব লিখিয়াছে জগতের মাঝ,
জগতের শ্রেষ্ঠ নারী মোর মমতাজ।
শ্রীমুখের মহাবাণী পাষাণ ফলকে,
কীর্ত্তির আধারেতে সতত ঝলকে।
অতুলন পত্নীপ্রেমে আত্মহারা হিয়া,
রচেছেন তাজস্বপ্ন প্রেমমন্ত্র দিয়া।
সৌভাগ্যের নাহি সীমা নারী-শিরোমণি,
লভেছিলে অতুলন রত্নময় খনি !
মরতের বুকে আছ হইয়া অমর,
অপূর্ব অদ্ভুত তব দয়িতের বর।
সাজাহান হৃদয়ের প্রেম-শতদল,
মহিয়সী গরিয়সী হে তাজমহল !

মনোমন্দির

সুন্দর দেবতার
মনোমন্দির।
ধূপ ধূন্ চন্দন
বন্দন্ ধীর॥

নন্দন নেমে আসে গন্ধে,
ক্রন্দন-হাসি ভাসে ছন্দে,
মন্ চায় মন্ চায়
মন্দার ফুল।
গন্ধর গুণ যার
বন্ধুর তুল॥

ছন্দর নাচে কোন্
নন্দদুলাল।
সব ভোল্ সব ভোল্
গন্ধ বুলাল॥

ধন্দর ধূলি ছায় হায় গো,
রন্ধর দীপ ছায় চায় গো,
চাও চাও চাও শুধু
অশ্রুর আগে।
সুন্দর চাহি নিতি
নব অনুরাগে॥

সুন্দর ঝঁধুয়ার
বাজে মঞ্জীর।
রুণ্ রুণ্ ঝুণ্ ঝুণ্
ছন্দ গভীর॥
শোন শোন কান পেতে গানটী
কোন্ মধুদান ?
অভিনব রূপে বলি
চুপে চুপে প্রাণ॥

কবি

আমি কবি, আমি সৃষ্টি করিব নিজ মনজাই মত।
স্বর্গ মর্ত্ত ত্রিভুবন জিনি ছুটিবে আমার রথ।
আমার মনের নিরালায় গড়ে হিমালয় আর কি'বা নয় ?
আমার ধনের পরিমাপ করা ওগো সহজ ব্যাপার নয়॥
আমার গানের সুর বুনে যাবে দূরবীণে দেখা দিক্পাল।
আমার মনের শত সোপানেতে মাত করে আছ কোন্ কাল॥
মোর ভালে আঁকা জয় রাজটীকা দুয়ারে বিজয়রথ।
ওর কাছে মোর কিবা প্রয়োজন ছুটাও অশ্ব বিরাট-পথ॥
আজি বিশ্ব ভরিয়া শুধু যাব দিয়া মৃদু মৃদু গান গাহি।
ত্যাজি ভীষ্মের মত সুবিধায় শত বন্ধুরপথ বাহি॥

চিত্ত-প্রদীপ

আমি কবি—মোর কাব্যে নাচিবে সুরাসুর মেঘ লোক।
আমি রচি জয় যা' হবার নয়, সাহারা সরস হোক॥
আমি কবি—মোর দৃষ্টিতে ধরা সৃষ্টির যত মধুটুক্।
যা' না' হয় তাই আমি চেয়ে যাই তা' না' হলে ফাটে বুক
মানা সাথে মোর দ্বন্দ্ব যে ঘোর হানা দেওয়া পেযা পরে।
পরম গোপন মানবের মন চুপে চুপে ঘুরে মরে॥
আমি গাই শোন. ঠিক নয় কোন এতদিন যাতে চলে।
মন দিয়া যাহা ধরিতে পারনা তাই জানো যায় জলে॥
দাম দিয়ে যদি প্রাণ পায় সুখ, দান নিলে কেন নয়?
প্রাণ চেয়ে যদি মান বড় হয় গান চেয়ে কবি নয়?
আমরা কবিরা বাণিজ্য করি সাত সাগরের সুধাজল,
আমরা যদিবা স্বামীত্ব মাগি সসাগরা এই ধরাতল?
কেবল রুখিবে যুগে যুগে যুগে কবিদের প্রণিপাত
আমরা রাতকে দিন করে দিয়ে দিনকে করি যে রাত॥

তোমার পূজার বার খোঁজা

আজকে তোমার মনের পাতায়,
নাচব আমি গানের ভাষায়,
বাজবে মৃদুল মূর্চ্ছনা ঘায়,
তোমার দানের সার বোঝা।
আজ যে আমার তিথির পাতায়
তোমার পূজার বার খোঁজা॥
গাইছি গো আজ থামি থামি,
পেলাম তোমায় মানি মানি,
তোমার গানের অভয় বাণী,
করলো আমার দিক্ সোজা।
তোমার আমার মিলন সেতুর
আজ বিরহের দিক খোঁজা॥
আজকে তোমার বুকের বাসায়,
কাহার দুখের-সাগর ভাষায়,
অশ্রুকণার ঢেউয়ের মাথায়,
ভুলব না আর ভুলব না!
আজকে তোমায় মনের মায়ায়
রাখব না আর গোপন ছায়ায়
আজকে তোমায় ছড়াব হায়
সাত ভুবনের সুর ছেয়ে।
তোমায় আমায় আজ যাব হায়
উজান নদীর ধার বেয়ে॥

ভাঙিওনা ঘুম

রোজ যে বলে শোবার কালে 'ভাঙিওনা ঘুম, ভাঙিও না'।
বুঁজবে আঁখি রেখেও বাকি এবার তোমার গুণটানা॥
ভোরের আলো সুরের ভালো সবুজ পাতার অবুঝ মন।
ঘরে ঘরে জাগার পরেই বাঁচার যা' ঐ পরম ধন॥
কাঁচার যাহা নাচার ধারা বাঁচার তরে আকুল মন।
ওরে আমায় ভুলিয়ে দেরে গাইছি যে গান অনুক্ষণ॥
চাইনা সুখ দুখের মেলা থাকুক বেলা পাড়াও ঘুম॥
যাইগো চলে যেথায় মেলে দরদ-মাখা বুকের খুন॥
প্রভাত বেলাই বিষের জ্বালায় করলে দেহ জর জর।
কিসের তরে রাখছ ধরে প্রাণটা যখন মর মর?
মানটা যখন তোমার পায়ে খুঁড়ছে মাথা অবিরত।
বাঁচাও প্রভু এবার তোমার বিষের বাতি নিবিয়ে শত॥
ব্যর্থ আকুল প্রার্থনায়ও রাতের পরে আসছে দিন।
ঘুমের পরে জাগাও, ফিরে বাজাও ব্যথার রক্ত-বীণ্॥
শুনতে তুমি পাওনা কি হায় আবেদনের অশ্রুপাত?
গুনতে কেন হয় গো তবে একটী পরেও একটী রাত?
খুন্ খেয়ালীর খেয়াল এত সইব না গো সইব না।
পাষাণ ওগো আসান কর বাঁচার নেশার সেই বোনা?
দাও ক্ষমা, দাও গো চুমা জমার ঘরে ঝাপ টানা।
খরচ খাতে ফেললে পরে বাঁচবে মরেও প্রাণখানা॥
গাইবে মরণ বিশ্ব জুড়ে, বাঁচায় কোনই নেইকো সুখ।
শেষ মিনতি তোমার প্রতি চাইনা উষার দেখতে মুখ॥

বহুরূপী

আন আমার দোয়াত কলম চাকি বেলন তারই সাথ।
জান আমায়, সবেই মানায় যখন যেটায় ছোঁয়াই হাত ॥
থাকুক এখন খুন্তি হাতা খানিক পূরাই মনের পাতা।
আজ যে আমায় সাজতে হবে প্রয়োজনের অধিক দাতা ॥
মিনিট দু'চার এদিক ওদিক হয়তো ক্ষতি নয়তো লাভ।
আমায় যে আজ রাখতে হবে দোঁহার সাথে নিবিড় ভাব ॥

গানও আমার চাই-ই বাঁধা পথের ধাঁধাঁ করতে শেষ।
দানও আমায় নিতেই হবে নাই বা থাকুক সুখের লেশ ॥
ব্যাকুল হিয়ার আকুল ডাকে খানিক খানিক তোমায় ডাকা।
এই না আমার পথ ফুরাবার খেই না-পাবার বেঁচে থাকা ॥
মন বুঝাবার ছুঁচসুতা আর গান বুনিবার যন্ত্র চাকা।
দিন গুনিবার হরেক রকম সিকের পরে রইল ঢাকা ॥

থামাও কথার জাল-বোনা গো মান বাড়ানোর নেইকো হাত।
নামাও নামাও কাজের বোঝা একটী পরে একটী সাথ ॥
খাতার প্রতি পাতটি ভরাও রাতটিও নাও লুফে ধরে।
দাতার আসন সবার বড় মরেও সে যে যায়না মরে ॥
আজকে আমায় ডাক দিল কে ছন্দমধুর মন্দ দোলায়।
সাজতে হবে বহুরূপীর ছদ্মবেশের রূপের তলায় ॥

জানাও আমায় ধরতে পারার সুকৌশলের কিস্তিমাৎ।
বানাও আমায় বিস্ময়ের ঐ স্বপ্নভরা দৃষ্টিপাৎ॥
থামাও আমার থম্‌কানো গো চমকানোরই রক্তপাৎ॥
জম্‌কানো এই আসর হবে নিমেষ পরেই ভূমিস্যাৎ॥
দম্‌বো না আজ কোন মতেই কর্‌ব খেলায় বাজিমাৎ।
পড়্‌ল যখন তোমার আশীষ অঝোর ধারেই অকস্মাৎ॥

মা

ওগো মা, মা, মা, মা, !
এই সুধামাখা নাম ব'লে মোর
আশ-যে মেটেনা॥
কী সুধা এ নামেই মাখা গো—
মা যে আমার কী ;
সাদার ওপর টানলে কালির আঁচড়
উঠবে কি ফুটি ?
মা যে আমার কী, মা যে কতখানি,
যায় কি মুখে বলা ?
মা'য়ের আমার গুণের রাশি বলতে
রুদ্ধ হয় যে গলা।
জগতে কি আছে কিছু দৃশ্য মধুর
আমার মা'য়ের চেয়ে ?

মায়ের চেয়ে হয়না বড় কেউ-ই
হয়না ছেলে মেয়ে।
সবার চেয়ে ভালবাসি মা'কেই আমি
মা'য়ের স্মরণে ;
চিত্ত আমার রোমাঞ্চিত পরাণ পড়ে লুটে
মা'য়ের চরণে।
মা ! আমার মা ! বড়ই অভাগিণী—
ভাবলে-যে হই সারা ;
মাগো তোমায় আমার পড়লে মনে
চক্ষে বহে ধারা।
আজও তেমনি তোরে ভালবাসি মাগো
সেই শিশুকালের মত;
কে বলে মা বড় হলে পরে
চায়না মা'কে তত।
আমার তোকে চাই যে গো মা
চির-জীবন ধরে।
ওমা জন্মে জন্মে যুগে যুগে
পারাপারের পরে ॥
মাগো ! মনে মনেই পূজে শুধু,—
অভাগা সন্তান।
তোমার অগাধ স্নেহের কণামাত্র
দিইনা প্রতিদান।
ওমা বড়ই পরাধীনা নারী জীবন
পরাণ যখন ছুটে ;

দেহ তখন কঠিন বাঁধনে বাধা—
ঠিক থাকে তার খুঁটে।
একাদশীর দিনে দেখলে খাছ্য জল
প্রাণ যে ফেটে যায় ;
সারাদিনে সারা রাতেই মা গো—
প্রাণ করে হায় হায় !
বিদ্রোহী হয় মন যে আমার
শাস্ত্রকারের পরে ;
মনে মনে বলি "উচিৎ ছিল লেখা
নিজে পরখ করে"।
কিন্তু মা গো এই মনে মনেই সবি
কাজের বেলা ফাঁকি ;
মনে-মনেই পূজি তোমায় মাগো
মনে মনেই ডাকি।
প্রতিদিনের প্রাতে আশীষ মাগি মাথে
তোমার শ্রীচরণে।
মনোমাঝে নিত্য পূজি ভক্তি-পুষ্প দিয়ে
প্রণমি মনে মনে ॥

দীপ্ত

লুপ্ত জগত আমার কাছে
দীপ্ত শুধু তুমি !
জগত পানে হৃদয় টানে
তোমার বাণী শুনি ।
তোমার চরণ-ধ্বনি সাথে
আমায় খুঁজে পাই,
তোমার স্মরণ-বাণী বাজে
আমার গানে তাই ।
মন দিয়ে তো পাইনা নাগাল,
গানদিয়ে তাই খুঁজি,
গানের বলে পাই যদি ঐ
চরণ-কমল পুঁজি ।
মানস-বনের পদ্মখানি
আসন ক'রে পাতি,
রই যে আমি জেগে প্রভু
রই যে সারা রাতি ।
বিশ্ব ভুবন লুপ্ত হউক
তোমার সেরা দানে,
জনম ভরে যাউক শুধু
তোমার গানে গানে ॥

লুণ্ঠন

আমি পাইনা খুঁজে মানে
সকাল সাঁঝে দিন দুপুরে
কে কথা কয় কানে ?
ও'সে দেয়না যখন দেখা,
তখন কয়না যেন কথা,
জয় না হলে বোঝে কি কেউ
ভয়ের কত ব্যথা ?
আমি জানি, জানি, জানি,
আছে তাহার কোমল পাণি
করুণ-ঝরা আঁখি।
আবছা ভাসে হৃদ্-আকাশে
যখন তখন থাকি ॥
ও সে আড়াল দিয়ে দূরে থাকা
নিকট হয়ে মনে রাখা
ভীষণতার ভয় ভাঙনে
অভয় চরণ দুটি।
সে যে দিন দুপুরে সাঁঝ সকালে
নিচ্ছে আমায় লুটি ॥

কোজাগরী লক্ষ্মী

কোজাগরী পূর্ণিমায়, পদ-কোকনদ ছায়,
শতকোটী সুষমার ঝর্ণা।
জননীরে পূজিবার, কত ষোড়শোপচার,
ভকতের মিনতির ধর্ণা॥
দিকে দিকে ঝলসায়, জ্যোৎস্নার রোশ্‌নাই,
শুভ্র রজত সুধাধারা।
বীণে বীণে ওঠে গান, জননীর আবাহন,
হর্ষে প্রকৃতি আজি সারা॥
স্বপনের সরোবরে, কাব্য-কমল ধরে,
চিত্ত-চরণ চাহি নাচে।
ছন্দ লহরী দুলে, তোমার পূজার ফুলে
বন্দিতে পদতল যাচে॥
প্রকৃতির মধু বুকে, কানপেতে চুপে চুপে,
আনমনে নিরখিয়ে ইন্দু।
নূপুরের ধ্বনি আশে, চেয়ে থাকি অনিমিষে,
বুকে ভাব কবিতার সিন্ধু॥
ঐ বিন্দু মাণিক ঝরে, তোমার পূজার ঘরে,
তোমার বেদীর তলে গলিয়া।
বুকের রুধির ধারা, ঝরিছে আপনা হারা,
ও'চরণ দিবে বলি রাঙিয়া॥
ধ্যান করি বার বার, এস শত মহিমার,
এস মাগো কোজাগর লক্ষ্মী।

বারেকের আঁখিপাত, পুরাইবে মনোরথ,
জুড়াইবে, মমপ্রাণ পক্ষী ॥
এস মা ক্ষণেক তরে. মঙ্গলঘট পরে,
অঙ্গনে আলিপন হাসিছে।
রঙ্গিলা মধুমাস, শরতের নীলাকাশ,
মিলনের মাধুরিমা আঁকিছে ॥
মধু ঝরে দিকে দিকে, মূক প্রকৃতির বুকে,
অনাবিল নন্দনের মেলা।
সকলি সার্থক হবে, সাড়া দাও যদি ডাকে,
ভকতে না করি অবহেলা ॥
ভকতের ভগবান, যুগে যুগে বাঁধা রন,
সুখে দুখে শোকে তাপে পাশে।
তাই তো-'মা' আছি বসে, পাব তোমা অনায়াসে,
কোজাগরী মধুনিশি শেষে ॥

মরুমায়া

চোখের নেশায় চলছি ভেসে
মরুভূমে চাই পানি।
ঐ দেখা যায় সজল হাওয়ায়
মরীচিকা হাতছানি!
চলায় শুধু আশায় আশায়
চোখের নেশার বলে।
হায় অভাগায় মরুমায়ায়
ফেলল এবার ছলে॥
চোখের নেশা কাটবে যখন
বুকের তৃষা মিটবে কি?
মনের পেষা দগ্ধে মরা
ছিচ কাঁদুনে কান্নারই॥
ঐ দেখা যায় চোখের মণি
ঐ'না আমার বুকের বল?
না'—না-এ'নয় মায়ার খেলা
মরীচিকার নয়কো ছল॥
আঁখির পাতে মনের সাথে
মরণ বাঁচন হাত ধরা।
পথিক ওরে চলার পরে
আছে তোমার সব ভরা॥
দৃষ্টি পরে জীবন ধরে
মিষ্টি করে ভাবী আশায়।
বৃষ্টি ঝরুক মরুর পথে
তৃষ্ণা মিটাক ভাবী ভাষায়॥

প্রাণ-পুষ্পাঞ্জলী

আমি চাই নিশিদিন আপনারে ভুলি,
রূপ রস গন্ধ দিয়া বুলাইতে তুলি।
আমি চাই বিস্মিতির মাঝে হারাইয়া,
অতল সমাধি-গর্ভে যাই তলাইয়া।
আমি চাই, কি যে চাই কিছু নাহি বুঝি,
মণিহারা ফণী প্রায় মরিতেছি খুঁজি।
আমি চাই সুখ দুঃখ আশার অতীত,
কোন্ সে পরম ধন গোপন বিদিত।
আমি চাই সে কাহারে কেবা সেই জন।
চক্ষু যারে চিনিবেনা শুধু চেনে মন॥

আমি চাই শুধু তুমি, তুমি আর আমি,
আমি জীব তুমি শিব সত্যকার মানি।
আমি চাই তুমি-আমি শুধু সত্য এই,
মায়া মোহময় খেলা আর যত যেই।
আমি চাই কিছুকেই না করিতে ভয়,
রাগ অনুরাগ আর বিরাগেরে জয়।
আমি চাই দেখা তব তেয়াগিয়া ছল,
উন্মুখ অসার সুখে হৃদি শতদল।
আমি চাই শুধু সত্য সে পরম শান্তি,
বৃথা শত বাঁধনের মরীচিকা ভ্রান্তি।

আমি চাই তারে সদা বৈরাগ্যের বাঁশী,
বাজাইছে ধীরে যেবা মৃদু মৃদু হাসি।
আমি চাই দিবানিশি শুনি সেই গান,
পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলী দিয়ে মন প্রাণ ॥

সোহাগ

ওরে আমার আঁধার ঘরের
আঁধার প্রাণের আলো।
ওরে আমার সকল অভাব
সকল বেদন-ভুলানো ধন,
আমার সকল ভালো।

ওরে আমার নয়ন-তারা
দু'টী চোখের মণি।
ওরে আমার বিধির আশীষ,
শণ্টু মণ্টু দু'টী আমার
অতল সুধার খনি।

ওরে আমার বুক জড়ান
প্রাণ ভুলানো ধন।
ওরে তোরা দু'টী জনা
আমার কাঙালেরি সোনা
অমূল্য রতন।

ওরে আমার ভাঙ্গা ঘরের
    স্নিগ্ধ চাঁদের আলো !
ওরে আমার আঁধার প্রাণের
আঁধার ঘরের ঘুচিয়ে দেওয়া
    সকল আঁধার কালো ।

ওরে আমার শক্তি শান্তি
    সব নিরাশার আশা !
ওরে আমার শান্ত মধুর
    দীপ্তোজ্জ্বল ননীর পুতুল
    আমার ভালবাসা ।

ওরে আমার শত জনম
    আরাধনার ধন ।
ওরে শুধুই তোদের ত'রে
তোদের তরেই যাদু আমার
    বাঁচার প্রয়োজন ।

ওরে আমার গন্ধ ভরা
    ফুল্ল শতদল ।
ওরে আমার সকল স্বপ্ন
অমূল্য ধন মণি রত্ন
        আমার প্রাণের বল

ওরে আমার জীবন-পথের
প্রথম উষার আলো।
ওরে ঘুচিয়ে তোরা আঁধার রাশি
উঠলি ফুটে ছড়িয়ে হাসি
স্নিগ্ধ হৃতোজ্জ্বল।

ওরে তোদের বুঝি দিল বিধি
ভুলতে সকল দুখ।
ওরে আমার সকল চাওয়া
ওরে আমার সকল পাওয়া
আমার সকল সুখ।

ওরে আমার দু'টী প্রাণের নিধি,
দীর্ঘজীবি করুন বিধি,
নিত্য আমি চাই।
ওরে জীবন যুদ্ধে জয়ী তোরা
হস্‌রে দু'টী ভাই॥

ওরে সকল আপদ বালাই তোদের
যাক রে দূরে চলে।
ওরে আমার জোড়া মাণিক
আলো করে তোল চারিদিক
তোরাই যুগলে॥

বন্দনা

হে মহিম ময়ি ! বন্দি তোমায় শীর্ষ আনত করি,
বিকিরিত তব কীর্তি জোছনা দিকদিগন্ত ভরি ।
এ বসুধাতলে বাঞ্ছিত যাহা পাইয়াছ তুমি সব,
তোমার উদার হৃদিমন্দিরে নিত্য মহোৎসব ।
ইন্দিরা রাণী সঙ্গিনী তব সহচরী তব সীতা,
নারী-মহিমার অলোক আলোকে তুমি গো উদ্ভাসিতা ?
খনা লীলাবতী এল কি ফিরিয়া আবার মর্তপরি ?
হে মাহময়ি বন্দি তোমায় শীর্ষ আনত করি ।

এ মরুধরায় ওগো দয়াময়ি তুমি সহনীয়া কত,
চিত্তের চারু প্রসূন-বিত্তে লতা সম অবনত ।
পতি তব সতি জগত বন্দ্য দ্বিতীয় বাসব প্রায়,
হিমগিরি হতে গৌরবে গুরু হৃদয়ের মহিমায় ।
শত বৈভব সুখ সম্পদ তবু অহমিকা হীন,
নিখিল বিশ্ব বেদনাপুঞ্জে বিগলিত অনুদিন ।
প্রাণ তোমাদের নিশিদিন কাঁদে আর্ত অনাথে স্মরি,
হে মহিমময়ি বন্দি তোমায় শীর্ষ আনত করি ॥

মনে-মনে

মনে মনে অনেক কিছুই, কল্পনারই স্বর্গ রচা'
মনে মনে অনেকই তো আছে জানা আছে বোঝা।
মনে মনে নিত্য কত ভাঙ্গা গড়া কতই আশা,
মনে মনে আছে জমা কতই স্নেহ ভালবাসা।
মনে মনে অনেকে তো আছে আমার অনেক খানি,
মনে মনে আমি ওগো অনেক জানি অনেক জানি।
মনে মনের ভাবে আমি সদাই যেন ভোর,
মনে মনের নেশায় আমার মরণ পাগল মোর ;
মনে মনে সঙ্গোপনে অঙ্গে কতই দুঃখ ব্যথা,
মনে মনে সুখের স্মৃতির আমার সার্থকতা।
মনে মনে রচি কতই স্বর্গ সাধের কল্পনা,
মনে মনে মানস-সরে ফুটে অমল জল্পনা

এলে তুমি ফিরে

বুঝি এইবার এইবার
এইবার এলে।
পরতে পরতে মধু
নিঙাড়িয়া ঢেলে ॥

চিত্ত-প্রদীপ

শত জনমের বৃথা
আলো হাসি গান।
উজাড়িয়া দিলে আজি
রাশি রাশি দান॥
এইবার এলে ওগো
না ডাকিতে ধেয়ে।
দিকে দিকে মধু ধারা
পড়ে বেয়ে বেয়ে॥
প্রকাশের ভাষা কোথা
প্রণামের মন্ত্র।
তব মুখে আঁখি সুখে
বিমোহিত যন্ত্র॥
আরো মধু ঢালো বঁধু
আরো মধু ঢালো।
আবরিত অমানিশা
পূরণিমা আলো॥
নীরবেতে ঢাল তুমি
মধুমাখা সুখ।
পলকে পলকে মোর
ভরি যাক্ বুক।
ধীরে ধীরে ধীরে ধীরে
ফেল মোরে ঘিরে।
এইবার এলে ওগো
এলে তুমি ফিরে॥

রইল মাথার ঘ্রাণ

পথ ছেড়ে দাও, পথ ছেড়ে দাও
সন্ধ্যা আসে ঘনিয়ে ঘোর।
পথিক মনের আজ গমনের
লগ্ন যেন হয়না ভোর ॥
নাই বা মিলুক পথের সাথী
ঘনিয়ে আসুক নিবিড় রাতি
গলিয়ে আঁধার বন।
সবল মনের হয়না বিফল
গমন আয়োজন ॥

গৎ বেছে নাও মাত করানোর
চলায় অনুরাগ।
যাবার বেলায় হেলায় কে পায়
দরদ মনের রাগ।
যাই চল যাই পথিক হে ভাই
ভাবনা কোথায় আর কিছু চাই
থাকনা মানের তরী।
চলার পথের ঝোলার সাথেই
রইল সকল ভরি ॥

পথ চলে যাও পথ চলে যাও—
বাজিয়ে পদের রণরণি।
যতই বাজুক ব্যথার বেদন
কাঁদিয়ে মনের গুণগুনি ॥

মজার রাজার দেশের দশের
ঢালুক খবর চলার পথের
সালুক রাঙা ফুল।
নেইকো সময় বাজছে "বিজয়
শঙ্খ" অকূল কূল ॥

মত দলে যাও চরণতলে
সৎ লোকেরই দান।
পথিক গতিক মনের প্রতীক
ধনের অপমান ॥
বাজল যখন পথের বাঁশী
বিদায় করুণ মধুর হাসি
সাজলো সাধের দেহ।
তখন আবার ভাবনা ভাবার
রইল কোথায় কেহ ॥

যৎক্ষণেরই যা হবার তা
হবেই হবেই হবেই তো।
মিছে কেনই মরিস ভেবে
গমন পথের শমন গো।
আজ শুধু ভাস সুখসাগরে,
ভিড়ল তরী কূল পাথারে।
মিলল গানের প্রাণ।
চলার পথের পথিক তোমার
রইল মাথার ত্রাণ ॥

সারথি

সৌম্য সারথি হে বল্‌গা ধর।
চলিবে মানস-রথ পথের পর ॥
গল্পয় ভরে রবে চল্‌বার তাল্‌।
স্বল্পই হোক্‌না সে সন্ধ্যার কাল্‌ ॥
মন্দার বায়ু আসি চন্দ্রের সাথ।
ছন্দেব নাচ গানে করে দেবে মাত ॥
দেখে দেখে পথরেখা গৎ বেছে যাব!
সুন্দর সারথিকে সঙ্গে যে পাব ॥

বলগা ধর মোর কল্পের কবি!
আজকের অভিযান তব তরে সবি ॥
মাঝ-ভরা পথরেখা সাঝ-হারা রবি।
কল্পের কায়া যেন গল্পের ছবি ॥
মায়া-ঘেরা ছায়াপথ হাতছানি দিল।
আজ পথে না চলিলে কবে যাব বল?
থরে থরে ফুলদার গুলজার বন।
পথ চলা আজি প্রিয় বড় প্রয়োজন ॥

কল্লার কল ধর চঞ্চল গো।
বান্‌চাল্‌ হবে না ও অঞ্চলে তো ॥
প্রাণ চায় যদি আজ মাঝ দ্বারে যেতে।
পান্নায় ঝল্‌সান কান্নায় পেতে ॥

ক্ষতি কিবা এতে তোর গতি করা ধন।
বলগার তালে নাচে কল্পের বন॥
অল্পই হয় যদি লালদার রং।
কাজলার বনে পাব বাঞ্ছিত ধন॥

শ্রীকর কমলে ধর বলগার রশি।
কি করে ফিরাবে মুখ শরতের শশী?
বুক যার দুলে দুলে পথ পানে চায়।
তাহারে বিমুখ করা সাজে মহাশয়?
সুখ-রথে দিব আজি পাড়ি আমি পথ।
পুলকের ফুলরাশি দলি শত শত॥
কূলহারা কূল পাবে মূলে থাক তুমি।
তুলে লও তুলে লও বলগায় চুমি॥

অপরূপ রূপকথা

মন্ বঁধু তোর ক্ষণ্ গুণে মোর
কোন্‌খানে দিন্ যায়।
বীণ তারে হায় ভিন্ ধারে গায়
তন্ মন্ দর্‌জায়॥
"নন্দন যদি দূর হয় শোন্
ছন্দন নাচ বোন্।
গন্ধন ভরা চন্দন্ যাচে
বন্দন্ অনুখণ॥

বেণুতে ধেনুতে মাখামাখি কোন্
পেন্থ পেন্থ ভাব ভরা।
যাবে যাবে আজি তাহার দুয়ার
রেণু রেণু করে মরা।
ওরে থামা তোর মন্ত্রের জোর
ঝরে ঝরে পড়া গান।
ভরে ভরে ওঠা চিত্তের কানা
মিথ্যের মায়াদান॥
ছায়া যেন আজ কায়া হয়ে উঠে
হাওয়ার অগ্রে নাচে।
পূর্বে যে রেখা দেখেনিকো প্রাণ
এঁকে রাখা মনোমাঝে
মেগে নে রে বর বন্ধুর ঘর
সিন্ধুর পারে হোক্।
কিন্তুর শত ডোরে বাঁধা থাক
ছিন্ন তারের যোগ॥
বারে বারে যাহা ভাঙ্গে আর গড়ে
ছড় ঘায়ে আনাগোণা।
জানা শোনা তার নাই থাকে যদি
কানাকানি কেন থামা
যেন ঘুম ঘোরে স্বপনের পারে
আকাশের গায়ে বাসা
আশার নেশায় দিন কেটে যায়
বীণ্ ধারে ভালবাসা॥

কালো কোথা তোর কল্পনা চোর
ফল্গুর ধারে ঝরে ঝরে ঝরে ঝরে ;
পড়িতেছে অবিরল ॥
পলকে পলকে ও সুধা ঢালেরে
ঝঙ্কারে জাগে মন।
জরা মরণের হরণ করা সে
কোন্ ওঙ্কার ধন ?
ক্রন্দন আগে বাঁধ অনুরাগে
স্পন্দন ভরা মন।
ছন্দ যতির গন্ধ গীতির
হবে নন্দন বন ॥
মন্-বনে যদি ধন দিল বিধি
মরমের মিলনতা।
শিরে শিরে তার শুধু বয়ে যাক্
অপরূপ রূপকথা ॥

গোত্রহীন

চম্পক কলি তোর কম্পন থামা।
চঞ্চল অলি মাগে "চুম্বন মামা" ॥
কুণ্ঠিত তনু কেন গুণ্ঠনে ঢাক।
শুনতে কি পাওনা সুন্দর ডাক ?

কুঞ্জে কুঞ্জে হের মুর্চ্ছনা কোলে।
সুর-চেনা পরীদের অঞ্চল দোলে॥
ভোলে ভোলে গো ছলনার চাতুরী।
কল্লোল ভরা গানে গল্‌বাঁর মাধুরি॥
চম্পক বনে লাগে চুম্বক টান।
জম্‌কালো রাগিণীর চম্‌কানো তান॥
শোন শোন সাগরের উদারা তারা।
দুধারায় হবে বুঝি পলক হারা॥
কম্পন থামা ওরে চম্পক বামা।
নন্দন নেমে আসা ঝঙ্কার নামা॥
চন্দ-চর্চিত অর্চিত তনু মন।
তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে মুরছায় অনুখণ॥
সুর চায় তোর পায় চম্পক চাঁদ।
নশ্বর আগে তোর বাঁধ্‌ বীণ বাঁধ্‌॥

দুই

দুর্লভ মহিমার ফুলভরা সাজি গো।
গুণঘায় মুরছায় মন-পাখী আজিও॥
বাজি ভোর করা চোর ছন্দয় কাঁদছে।
ক্ষণে ক্ষণে মনে প্রাণে বন্ধনে মারছে॥
যারা করে গুম্‌ খুন্‌ ঘুম্‌ চুম্‌ সন্ধ্যায়।
তন্দ্রার গুণ বোনা ঝঙ্কার সুর ছায়॥
পুরোপুরি পুরোভাগ পর্যায় পড়ে না।
গরজায় ঘন মেঘ বর্ষার ঘোরে না!

দরকার নেই যদি দরকার কেন ?
তরবার সান দেয় ভরসায় যেন ॥
চর্কার চাক থেকে বার হয় সুতা ।
মর্বার পরে তবে জন্মের কথা ॥
সুর দেব ঘুরে ঘুরে চুরমার করে ।
পুর্ণিমা রাতে যদি নাহি আস ঘরে ॥

তিন

আঁকি কবির গাথা কোন ছবির পরে ।
থাকি গৃহে অথবা বন-নদীর ধারে ॥
মন-মরুর পথে ওর আকাশ-রথে ।
ধন ধরায় ঢালে নিশি দিবস গতে ॥
শোন্ প্রাণ কানেতে গান গভীর খাতে !
কোন্ ত্রাণ করাতে তান বুনেছে সাথে ॥
ওগো কবি কি গো যোগী, কেবা আমারে কবে ।
সব লেখনী পরে কোন মোহন জপে ॥
প্রাণ উদাসী হাওয়া ঐ সুরের ছাওয়া ।
দান করিছে সদা প্রাণ-পুরের পাওয়া ॥
কোন্ ঋতুর আগে প্রাণ প্রীতিতে জাগে ।
কোন্ সুদূর থেকে গান করিতে ডাকে ॥
হাতে রঙিন্ তুলি আছে আপনা ভুলি ।
যাকে পরম ক্ষণে কোন চরণ ধূলি ॥
ভুল পথে যাই যদি কুল ধরে টান ।
"গুল বনে কাঁটা তাহা মান ওগো মান" ॥

ফুল বোনা বঁধু মোর তুল কোথা তোর ;
পরতে পরতে বাঁধ রাঙা রাখী ডোর ॥
শরতে দরদ সাথে উঁকি দিয়ে যাও ।
চুপি চুপি বরষের ভরসা সাজাও ॥
সফলতা সুরে তার বাঁধ বার বার ॥
পরম মিলন আনে চরম সময় ।
"মরণ নিকট" যবে গাহ দয়াময় ॥
চাহ তুমি মোরে তাই গাহ নিশিদিন ।
"বিপথে চলিলে বঁধু হয়ে যাব লীন" ॥
নামি নামি এস প্রভু এস আরো কাছে ।
মরতে স্বরগ মধু মিলনের মাঝে ॥

চার

দোঁহা বনে যাব আজ
মহাদেব বলি ।
পোহাবেনা সুখ-রাতি
সোহাগেতে অলি ।
মোহ কেন স্নেহ শুধু
দেহ নহে মন ।
পলকে পলকে পাব
নব মধু বন ॥

ক'ব সনে দোহাবলী
মায়া মোহ দলি।
মীরার গোপাল আসে
স্নেহে প্রেমে গলি ॥
নেমে আসে স্বরগের
সুখ-দ্বার খুলি।
বারে বারে যুগে যুগে
বুকে লয় তুলি ॥
দোহাবলী লিখি বঁধু
চরণের ছায়।
পরম পুরুষে মন
চায় আজি চায় ॥
মরমে মরমে ভাষা
পরম নিলয়।
দোহাবলী চরণের
চরণ মিলায়।